অজ্ঞতার আত্মকথন-৮: সৃষ্টিকর্তার সপক্ষে অপবিজ্ঞানের প্রচার

বিপ্লব

হ্যালীর আবিষ্কারের আগে, সমস্ত ধর্ম মনে করতো ধূমকেতু হচ্ছে ঈশ্বর প্রেরিত অভিশাপ। হ্যালি যখন দেখালেন তারাও নিউটনের গতিসূত্র মেনে চলে এবং হ্যালির ধূমকেতুর পর্যায়কাল (৭৬ বছর) নিখুঁত ভাবে বলা সম্ভব, ধুমকেতু ঈশ্বর প্রেরিত এমন দাবী কোন সুস্থ মস্তিস্কের লোকে আর করেন নি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য -বর্তমানের সৃষ্টিবাদী ধার্মিকরা দাবী করছেন নিউটনের গতিসূত্রের অস্তিত্ব যা গ্রহ, ধূমকেতু নক্ষত্রকে নিয়ম মত ঘোরাচ্ছে, তা আসলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমান! মহা গেরো! নিয়ম থাকলেও ঈশ্বর আছে, না থাকলেও আছে! যুক্তিটা পালটালেই হলো !!

ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে ধর্ম যত কোনঠাসা হচ্ছে , ততই ধাপ্পাবাজি দিয়ে প্রমানের চেষ্টা চলছে ঈশ্বর তথা ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের বিভেদ নেই! সেই বিজ্ঞানকেই প্রমান্য মানতে হচ্ছে কারণ কোরান তথা সমস্ত ধর্মগ্রন্থে যে অজস্র আজে বাজে ভুল ভাল প্রলাপ আছে তা আমরা সবাই জেনে গেছি। কোরান বা অন্য যেকোন ধর্ম গ্রন্থ ভুল প্রমানিত হওয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিকের কাছে সমস্যা নয়-কারণ ধর্মের ইতিহাসেও দেখা যাবে, যেসব সুফী বা সাধকরা এই সব ধর্মগ্রন্থ এবং প্রচলিত ধর্মাচারনের অনেক ওপরে উঠে মানুষকে ভালোবেসেছেন, মানবিকতাকে ঈশ্বরের সিংহাসনে বসিয়েছেন, তারাই জগৎ সভায় সন্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যেই জালালুদ্দিন রুমি বা শ্রীচৈতন্যের মানবিকতাবাদি চিন্তাধারা গোটা বিশ্বে প্রায় অবিতর্কিত ভাবে সমাদৃত-সেখানে কেও কি একজন ধর্মগুরুরও নাম বলতে পারবে যারা কোরান বা গীতা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন এবং ইতিহাস তাদের মনে রেখেছে? সম্ভব নয়। কারণ গোঁজামিল, অমানবিক আচার সর্বস্ব ধর্ম এবং মিথ্যা প্রচার করে সার্বজনীন স্বীকৃতি পাওয়া অসম্ভব। কোরান তথা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের নির্ভুলতা নিয়ে চিন্তিত তারাই যারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে বা রাজনীতি করতে চাইছে। যারা প্রকৃত আত্মানুসন্ধানে ব্যস্ত, তাদের কাছে এই ধর্মগ্রন্থগুলি স্টেপিং স্টোনমাত্র-তার বেশী কিছু নয়। শুধু কোরান বা গীতা পড়ে, জীবন নিয়ে বিরাট উপলদ্ধি বা জ্ঞানী হয়েছে এমন উদাহরন একটাও নেই। বরং মানুষকে ভালোবেসে, প্রচলিত কোরান ভিত্তিক ইসলামকে অগ্রাহ্য করেই সুফী সাধিকা হিসাবে বিশ্ববন্দিত **রাবিয়া বাসরী** (৭১৭-৮০১) এবং অন্যান্য সুফীরা। রাবিয়া লিখেছিলেন *-আমি নরকের আগুন নেভাতে চাই, স্বর্গের পুরস্কার পোড়াতে চাই। ভক্তি বা ভয়, উভয়ই সত্যের পথে কাঁটা। ভক্তি বা ভয়ে নয় -শুধু ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্যই ভালবাসতে চাই।* কারুর কি কোন সন্দেহ আছে রাবিয়ার উপলদ্ধির সাথে কোরানের বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত? পরবর্ত্তীকালে একই কথা আমরা শুনি চৈতন্য চরিত্রামৃতে এবং রামকৃষ্ণ কথামৃতে- ভয় নয়, ভক্তি নয়, ধর্মগ্রন্থ নয়, একমাত্র ভালোবাসার পথই মানুষের আত্মিক উত্তরোনের পথ। ঈশ্বর তথা ধর্মগ্রন্থকে অপবিজ্ঞান দিয়ে তারাই টেকাতে চাই, যারা না বুঝেছে ধর্ম না বিজ্ঞান। তাছারা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ধর্মগ্রন্থ বা সৃষ্টিকর্তা- কোনটারই দরকার নেই।

আমি রায়হানের প্রলাপ নিয়ে ভাবতাম ই না-কারণ পরিস্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে ছেলেটির বিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্বে জ্ঞান শুন্য তাই প্রলাপ বকছে। সমস্যা হল, যুক্তিগুলো ওর নিজের নয়-আমেরিকার খ্রীষ্টান ক্রিয়েশনিষ্টরা মানুষকে ঠকাতে বিজ্ঞানের নামে এই সব আবোল তাবোল লিখছে এবং তাদের কিছু কিছু বই বেষ্ট সেলারও বটে। অর্থাৎ ধর্ম এবং অপবিজ্ঞানের এই সব ঘোঁট বাজারে ভালোই খাচ্ছে-কারণ অধিকাংশ পাঠকের বিজ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে জ্ঞান অতটা গভীরে নয়। সেই জন্যেই এই কিস্তি লিখছি, যাতে পাঠকরা ক্রিয়েশনিষ্টদের ভাঁওতাবাজির রূপ এবং রস বুঝতে পারেন ।

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-১:

বিগ-ব্যাং এর পর জীব সৃষ্টি করতে কয়েক বিলিয়ন বছর লাগাতে নাস্তিকরা ঈশ্বরকে 'Lazy God' বলে সমালোচনা করে থাকেন।

যুক্তি খন্ডন : ঈশ্বর যদি টাইম-স্পেস ডাইমেনশন থেকে স্বাধীন হয় সেক্ষেত্রে 'টাইম ফ্যাক্টর' ইসু একদমই অবান্তর। তাছাড়া আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব দিয়েও এই যুক্তিকে সহজেই খন্ডন করা সম্ভব। অর্থাৎ মানুষের কাছে কয়েক বিলিয়ন বছর মনে হলেও ঈশ্বরের কাছে সেটা হয়তো তাৎক্ষণিক একটি মুহূর্ত। আর বিগ-ব্যাং এর আগে যেহেতু 'সময়' বলে কিছু ছিল না সেহেতু 'ঈশ্বর বিগ-ব্যাং এর আগে এত সময় ধরে কী করেছেন?' প্রশ্নটিও অর্থহীন! এক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই কিন্তু নাস্তিকদের যুক্তিকে উড়িয়ে দিল!

এবার পাগলামোটা লক্ষ্য করুন। প্রথমত সে লিখছে ঈশ্বর স্পেস টাইম ম্যানিফোলড থেকে স্বাধীন-এমন কিছুর অস্তিত্ব কি বিজ্ঞান প্রমানিত? বিগব্যাঙ্গের আগে -সিঙ্গুলারিটির আগে কি ছিল কেও কি জানে? আর যদি আপেক্ষিকতার কারণে ঈশ্বর বিলিয়ান বছরকে কয়েক সেকেন্ড দ্যাখেন (সময় সংকোচন), তাহলে এটাও মানতে হয় ঈশ্বর প্রায় আলোর সমান বেগে তার সৃষ্টির দিকে ছুটছেন! (এখনো ধাক্কা মারেন নি, তাই বেঁচে আছি আর কি!!!) যদিও এই ধরনের কথাবার্ত্তা বিশুদ্ধ পাগলামো ছারা কিছুই নয়, তবুও রায়হানের '**বৈজ্ঞানিক**' যুক্তি মানলে *ঈশ্বর সৃষ্টির সময় এই মহাবিশ্বের ধারে কাছে ছিলোই না- সৃষ্টির ট্রেন মিস হওয়ায় এখন আলোর বেগে সৃষ্টির দিকে ছুটছে*। এই ধরনের চিন্তাধারায় যারা বিশ্বাস করে তাদের পাগল বললে কম বলা হয়।

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-২:

যুক্তি-৫ : ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম তত্ত্ব

নাস্তিকদের বিশ্বাস অনুযায়ী, ন্যাচার নাকি ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম এবং সামনে-পেছনে কোন কিছু দ্যাখে না!

যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ন্যাচার যে ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম এবং সত্যি-সত্যি সামনে-পেছনে দ্যাখে কি না সেটা তারা কীভাবে জানলেন? উদাহরণস্বরূপ, মৌমাছির আগের ও পরের ধাপ র‍্যান্ডম নাকি ডেটারমিনিস্টিক সিলেকশন সেটা তারা কীভাবে নিশ্চিত হলেন? অর্থাৎ স্টেপ-বাই-স্টেপ একটি জীব থেকে আরেকটি জীব যে বিবর্তিত হয়েছে (?) সেটা প্রি-ডিটারমাইন্ড নাকি র‍্যান্ডম সেটা কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আমরা অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিবাদ করছি যে, নাস্তিকদের উপরোক্ত যুক্তি অবৈজ্ঞানিক। ইভ্যলুশনের সাথে 'ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম' তত্ত্বেরও কোন সম্পর্ক নাই। 'ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম' তত্ত্ব যেহেতু না-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু এই তত্ত্ব ছাড়া নাস্তিকরা একদমই অসহায়! তারা 'আলোকিত ও ডেটারমিনিস্টিক' তত্ত্বকে ভয় পায়!

বিবর্তন র‍্যান্ডম নয়, এটা অপবিজ্ঞান, সৃষ্টিবাদিদের গোয়েবেলীয় প্রচার। বিজ্ঞানের কোন জার্নালে এর স্বীকতি নেই। বিবর্তন যে র‍্যন্ডম তা পরীক্ষালব্ধ ভাবে প্রমানিত। এটা যে গোয়েবেলীয় অপপ্রচার এবং সোজা বাংলায় মিথ্যা কথা বলা তা আমার আগের লেখাতে অনেক কবার দেখিয়েছি। আর প্রয়োজন নেই।

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-৩:

যুক্তি-৬ : বুদ্ধিমত্তাশূন্য ন্যাচার

নাস্তিকদের বিশ্বাস অনুযায়ী, ন্যাচারাল বস্তুগুলোর উপর কারো হস্তক্ষেপ বা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নাই!

যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : এক্ষেত্রেও আমরা অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিবাদ করছি যে, নাস্তিকদের উপরোক্ত যুক্তি অবৈজ্ঞানিক। ন্যাচারাল বস্তুগুলোর উপর কারো হস্তক্ষেপ বা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ আছে কি নেই, সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নাস্তিকরা মনে হয় বুদ্ধিমত্তাকেও ভয় পায়! আমরা এখন পর্যন্ত ID (Intelligent Design)'কেও বিজ্ঞান হিসেবে বিশ্বাস করি না। তবে আমরা মনে করি যে, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন এর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সম্পূর্ণ মহাবিশ্বকে 'ইন্টেলিজেন্টলি ডিজাইন্ড' প্রমাণ করার দরকার নাই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কিছু প্রমাণই যথেষ্ঠ। তাছাড়া 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' বললেই যে '১০০% পারফেক্ট ডিজাইন' হতে হবে তারও কোন ধরা-বাধা নিয়ম নাই (বিজ্ঞানের আলোকে ৯৯% কেও অনেক সময় পারফেক্ট বলা যেতে পারে)।

এটা আরেকটা মিথ্যে কথা। বড্ড কাঁচা মিথ্যে। কোন সিষ্টেম কতটা র‍্যান্ডম, কতটা সূত্র মেনে চলছে, বাইরের ইন্টারফেরেনস আছে কিনা, সব পরীক্ষা করে বার করা যায়। আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব বা ডিরাক ইকুয়েশন মানে না এমন কোন সিষ্টেম এখনো পাওয়া যায় নি। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং মহাকর্ষ তত্ত্ব সব সিষ্টেমের জন্য সত্য-এখনো পর্যন্ত কোন ব্যতিক্রম পাওয়া যায় নি। এখনো পর্যন্ত কোন সিষ্টেম পাওয়া যায় নি, যা প্রমান করতে বা তৈরী করতে ঈশ্বরের হাত লাগে। এমন কোন সিষ্টমের কথা রায়হান বিজ্ঞানের জার্নাল থেকে দিতে পারবে? পারবে না। সবটাই গোয়েবেলীয় মিথ্যা।

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-৪:

যুক্তি-৮ : চান্স ও অ্যাক্সিডেন্ট

নাস্তিকদের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই মহাবিশ্বের সবকিছুই চান্স ও অ্যাক্সিডেন্টের ফলাফল!

উত্তর : বুদ্ধিমান সত্তার অনুপস্থিতিতে কিন্তু তাই হওয়ার কথা! তার মানে নাস্তিকরা চান্স ও অ্যাক্সিডেন্টে গ্রেট্ বিশ্বাসী! এখানে ঈশ্বর বলতে একজন বুদ্ধিমান সত্তাকে বুঝানো হচ্ছে এবং ন্যাচারাল ল্য'কে অচেতন-বোবা-কালা-অন্ধ হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, বুদ্ধিমান সত্তার অনুপস্থিতিতে এই মহাবিশ্বের সবকিছুই চান্স ও অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে ইভ্যল্ভ্ (?) করার সম্ভাবনা কত? নাস্তিকরা আসলে না বোঝে ম্যাথ, না বোঝে প্রবাবিলিটি থিওরি! তারা না-বিশ্বাসকে জাস্টিফাই করার জন্য কাঁঠালের আমসত্ত্ব বানাতেও প্রস্তুত!

গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তি পদার্থ বিজ্ঞানে ব্যাখ্যা করা হয় সংখ্যাতাত্ত্বিক মেকানিক্স এবং মহাকর্ষ সূত্র ধরে। সংখ্যাতাত্তিক মেকানিক্সে সবটাই চানস এবং একসিডেন্ট! হ্যাঁ এভাবেই নক্ষত্রের জন্ম মৃত্যু ব্যাখ্যা করেছেন চন্দ্রশেখর। মেঘনাদ সাহা, হয়েল, গ্যামো সহ সমস্ত মহাকাশ পদার্থবিদ দের কাজের ভিত্তি হল এই চানস এবং একসিডেন্ট। তা পরীক্ষা করে মেলানোও হচ্ছে।

অর্থাৎ রায়হানের বক্তব্য অনুযায়ী হয়েল, গ্যামো, মেঘনাদ সাহা প্রবাবিলিটি থিওরী, গণিত ইত্যাদি কিছু বুঝতেন না। এবার পাঠকরাই বলে দিন-বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদরা গণিত জানে না, এমনটা যে ভাবে এবং লেখে, তাকে কোন গোত্রের পাগল বলবো আমরা? আমি কিন্ত দেখিয়েছি বিজ্ঞানের কোন শাখাতেই রায়হানের নূন্যতম জ্ঞান টুকুও নেই।

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-৫:

বিগ-ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী এই মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত বস্তুবাদী নাস্তিক দার্শনিকরা মহাবিশ্বকে চিরস্থায়ী বলে বিশ্বাস করতেন। স্টিফেন হকিং বলেছেন যে, যেহেতু মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে সেহেতু মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে স্টিফেন হকিং একটি সম্ভাবনা (Cause) হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন (Probably not in religious sense)। কেহ কেহ হয়তো বলতে পারেন, কারণ ছাড়াও কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। হ্যাঁ, হয়তো পারে। কিন্তু তার কি কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে? আর বিগ-ব্যাং যে কোন কারণ ছাড়াই ঘটেছে তারই বা প্রমাণ কি? তাছাড়া প্রকৃতিতে যেহেতু বেশীরভাগ ঘটনার পেছনেই কারণ থাকে, সেই ভিউপয়েন্ট থেকে বিগ-ব্যাং এর পেছনেও কারণ থাকার সম্ভাবনাই বেশী। 'কারণ' হিসেবে ঈশ্বরের জায়গাতে কেহ অ্যাক্সিডেন্টও ধরে নিতে পারেন, কিন্তু সেটা কতটুকু সন্তোষজনক ও যুক্তিসম্মত হবে? বিগ-ব্যাং অর্থ হচ্ছে মহা-বিস্ফোরণ (What exploded, by the way? What triggered the Big Bang, anyway?)। কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কোন কিছু বিস্ফোরিত হয়ে

চারিদিকে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে পুনরায় একত্রিত হয়ে বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্যালাক্সি ও গ্রহ-নক্ষত্র তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? কেন ও কীভাবেই বা এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ করলো এবং এখনও করছে? তাছাড়া অ্যাক্সিডেন্টের জন্যও কিন্তু এক্সটার্নাল শক্তি দরকার। সেই এক্সটার্নাল শক্তি কোথা থেকে আসলো?

এবার বোঝা যাক পদার্থবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান না থেকেও লোকে কি ভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। বিগ ব্যাংগের সময় এই সৃষ্টি কি সুত্র মেনে চলতো-সেটাই জানি না আমরা। গণিতের ভাষায় এই বিস্ফোরনের মূলে সিঙ্গুলারিটি-এবং কোন সিষ্টেমে সিঙ্গুলারিটি থাকলে, সেই সিষ্টেমের বিস্ফোরিত প্রসারন প্রকৃতিতে অনেক সিষ্টেমেই আমরা দেখি। কাওকে ট্রিগার করতে হয় না-সিষ্টেমটা সিঙ্গুলার পয়েন্টে এলেই বিস্ফোরিত হয়। এর আগেও রায়হানকে বলা হয়েছে আমাদের মহাশুন্য শুন্য নয়-তা অসীম শক্তিতে ভরপূর। ভ্যাকুয়াম ফ্ল্যাকচুয়েশন এবং তা থেকে উদ্ভুত ক্যাসিমির এফেক্ট এর প্রমান। সুতরাং শুন্য থেকে এই শক্তি এসেছে। রায়হান যেটাকে শুন্য ভাবছে সেটা শুন্য নয়-অসীম শক্তিসাগর। এই মহাশুন্যের প্রতিটা বিন্দুতে জমে রয়েছে সুপ্ত অসীম শক্তি-যার প্রতিটা বিন্দু থেকে একটা মহাবিশ্ব তৈরী হতে পারে। তাই বহিরাগত শক্তির দরকার নেই এই সৃষ্টির জন্য। যাইহোক এই বিষয় গুলি নিয়ে স্ট্রিং তত্ত্বে অনেক গবেষনা চলছে এবং এটা সৃষ্টিবাদিদের ইয়ার্কি মারার আলোচনা নয়।

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-৬:

বিগ-ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী 'শূন্য' অবস্থা থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে গতিশীলতা অর্জন করেছে। তাই যদি হয়, তাহলে এই মহাবিশ্বের গতিশীলতার পেছনে নিশ্চয় একটি এক্সটার্নাল শক্তি (Trigger) কাজ করেছে। অন্যথায় নিউটনের প্রথম সূত্রকে লঙ্ঘন করা হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই এক্সটার্নাল শক্তি কোথা থেকে আসলো? এক্সটার্নাল শক্তির আবার এক্সটার্নাল শক্তি কোথা থেকে আসলো? ইত্যাদি। ইত্যাদি। ইত্যাদি। এভাবে একটার পর একটা প্রশ্ন অসীমত্বের দিকে ঠেলে দেবে! সুতরাং এই অসীমত্বকে (Infinite regression) ঠেকাতে হলে একটি 'Uncaused and Reasonable Line' ড্র্য করতে হবে। সেই 'Uncaused and Reasonable Line'টা কী হতে পারে? ওয়েল, একজন মহান সত্তা (Higher Being) ছাড়া লজিক্যাল অপশন্ আর কী-ই বা থাকতে পারে? সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানই কিন্তু একজন মহান সত্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। (A friend of mine asked: Where did a certain thing begin and what lies beyond every beginning? Was there a first cause preceding all other causes? If so, was that first cause living and conscious, or was it dead and mindless? The only rational conclusion the mind can draw is that the first cause could not be unconscious and dead!)

আবার সেই এক ই ভুল। এই মহাশুন্যব শুন্য নয়-তা অসীম শক্তির আধার। ক্যাসিমির এফেক্টে তা প্রমানিত। বাইরের কোন শক্তির প্রয়োজন নেই এই বিস্ফোরনে শক্তি যোগাতে।

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-৭:

যুক্তি-৩ : ডেটারমিনিস্টিক প্রসেস

পৃথিবীর ঘূর্ণনের উপর যদি ডেটা নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীটা কিছু নিয়ম-কানুন মেনে মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে। অতীত ডেটার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা অনেকটা নিখুঁতভাবেই (In scientific sense) ভবিষ্যতেরও একটি গ্র্যাফ অঙ্কন করতে সক্ষম (একটি উদাহরণ : দীর্ঘদিন ধরে নিউজ পেপারে আগেরদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় লিখে আসা হচ্ছে। এ পর্যন্ত একটিবারও নিয়ম লঙ্ঘন করার কথা শোনা যায়নি)। তাই যদি হয়, তাহলে সম্ভাবনার ভিত্তিতে খুব জোর দিয়েই পৃথিবীর ঘূর্ণনকে একটি ডেটারমিনিস্টিক প্রসেস বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে, মহাবিশ্বের শুরু থেকে বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ অক্ষে ঘুরছে। সবকিছুই র‍্যান্ডম অ্যাক্সিডেন্টের ফলাফল হলে বিজ্ঞানীরা কোনভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction) করতে পারতেন না, কারণ র‍্যান্ডম প্রসেসে ভবিষ্যদ্বাণী করা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এবং সেগুলো সঠিক প্রমাণিতও হচ্ছে (একটি উদাহরণ : হ্যালির ধূমকেতু)। জীব ও উদ্ভিদ জগতের দিকে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলেও তাদের মধ্যে একটা ইউনিফর্মিটি ও গ্র্যাজুয়াল গ্রোথ লক্ষ্য করা যায়। সবকিছুই র‍্যান্ডম অ্যাক্সিডেন্টের ফলাফল হলে ইউনিফর্মিটি ও গ্র্যাজুয়াল গ্রোথ বলে কিছু থাকার কথা না। সৃষ্টির শুরু থেকে মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর ধরে এ পর্যন্ত একটি প্রাণী অথবা উদ্ভিদও র‍্যান্ডমলি বেঁচে থাকে নাই! তার মানে মৃত্যুকে খুব জোর দিয়েই একটি ধ্রুব সত্য বলা যেতে পারে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে বিলিয়ন-বিলিয়ন প্রসেস এভাবে রান করার সম্ভাবনা এতটাই ক্ষীণ যে, তা চিন্তারও বাহিরে! শুধুই অ্যাক্সিডেন্ট, চান্স ও বোবা-কালা-অন্ধ ন্যাচারাল ল্য দিয়ে এই অসাধারণ ও বিস্ময়কর ফিনমিন্যানকে আদৌ কি ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

কোয়ান্টাম বাস্তবতার জন্য যে এই মহাবিশ্বের সবটাই র‍্যান্ডম এবং ডেটারমিনিষ্টিক পদ্ধতি বলতে কিছু নেই, তা আমার আগের কিস্তিতে (১, ২) খুব ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রায়হানের উপরোক্ত বক্তব্য যে প্রলাপ গাথার বেশী কিছু নয় তাও প্রমান করা হয়েছে। এবং তার বিরুদ্ধেও সে কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারে নি-হিস মাষ্টার ভয়েসের মতন একই কথা টুকে বারবার বলছে। গোয়েবেলীয় মিথ্যা আর কারে কয়!

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-৮:

যুক্তি-৪ : ফিজিক্যাল, ন্যাচারাল ও কেমিক্যাল ল্য

বিজ্ঞানীরা কিছু ফিজিক্যাল, ন্যাচারাল ও কেমিক্যাল ল্য আবিষ্কার করেছেন। এই ল্য'গুলো কোথা থেকে আসলো? ল্য'গুলো সম্ভবতঃ মেটিরিয়্যালিস্টিক মহাবিশ্বেরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মেটিরিয়্যালিস্টিক মহাবিশ্ব না থাকলে এই ল্য'গুলোও হয়তো থাকতো না। তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে অনেকটা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, মেটিরিয়্যালিস্টিক মহাবিশ্বের সাথে ল্য'গুলোও সৃষ্টি করা হয়েছে।

আজকে পদার্থবিজ্ঞানের যে সূত্রগুলো দেখছি,বিগ ব্যাঙ্গের সময় তারা ছিল না। বিস্ফোরনের পর একটা সাধারণ সূত্র থেকে তারা ভেঙে এসেছে। ন্যাচারাল ল গুলো কি ভাবে বিগ ব্যাঙ্গের সময় তৈরী হয়েছে, তাদের ভিত্তি কি, সেসব নিয়েই স্ট্রিং থিওরীর কাজ। ঈশ্বর এই সব ন্যাচারাল ল সৃষ্টি করেছেন স্বীকার করে নিলে, পদার্থবিদ্যায় গবেষনা করে কি হবে? বাড়িতে বসে কোরান পড়লেই তো হয়! বিজ্ঞানের ল্যাঠা চুকে যায়!

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-৯:

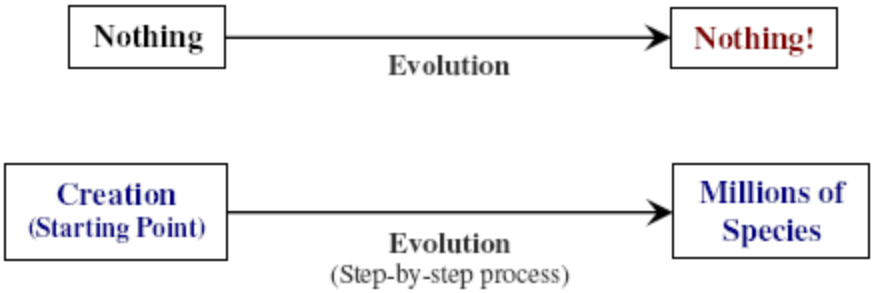

(ইভ্যলুশন তত্ত্ব সত্য হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে)

আবার সেই এক ই ভুল। মহাবিশ্ব শুন্য থেকে শুরু বটে-কিন্তু সেটাতো শুন্য নয়! অসীম শক্তি সাগর। অর্থাৎ যা থেকে বস্তু এবং জীবের উদ্ভব সম্ভব। সুতরাং চিন্তা ভাবনায় গোড়ায় গলদ। আর বিজ্ঞানে প্রমানিত সত্য হল বিবর্তন র‍্যান্ডম-বিবর্তন র‍্যান্ডম বা ব্লাইন্ড না এমন কোন গবেষনা পত্র কোন স্বীকৃত বিজ্ঞানের জার্নালে বেড়িয়েছে? এটাতো শ্রেফ চার্চের প্রচার। বিবর্তন যে র‍্যান্ডম তা একদম পরীক্ষা গারেই প্রমান করা হয়। কারণ মিউটেশন বা জেনেটিক ড্রিফট একটা র‍্যান্ডম পদ্ধতি এবং তাদের র‍্যান্ডমনেস নিয়ে অনেক গবেষনা পত্রও আছে। অন্যদিকে সৃষ্টিবাদীদের সম্বল এই মিথ্যাবাদী গোয়েবেলীয় অপপ্রচার-একটা গবেষনা পত্রও তারা নিজেদের সমর্থনে দেখাতে পারবে না।

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-১০:

যুক্তি-৬ : জীবজগৎ ও খাদ্যজগৎ

পৃথিবীতে জীবজগতের ইভ্যলুশনের পাসাপাসি ন্যাচারাল খাদ্যজগতও ইভ্যল্ভ্ করেছে। অন্যান্য গ্রহে যেমন জীব-জন্তু নেই তেমনি আবার ন্যাচারাল খাদ্যদ্রব্যও নেই! সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, জীবজগৎ ও খাদ্যজগৎ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিষয়টাকে একটা সু-পরিকল্পনা বলে মনে হয় না?

আরে ভাই এতো মুরগী আগে না ডিম আগে সমস্যা। এই জীবজগৎ বিবর্তিত হয়েছে খাদ্য জগতকে কেন্দ্র করে। আর ভাইরাসদের খাদ্য লাগে এমনও না। জীবজগৎ যে খাদ্য জগৎ এর ওপর নির্ভর শীল সেটাতো বিবর্তন থেকেই সব থেকে ভালো বোঝা যায়। এর মধ্যে আবার সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর ইত্যাদি আসছে কোথা থেকে? এইসব কথাবার্ত্তা মস্তৃস্ক বিকৃতির লক্ষণ।

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-১১:

যুক্তি-৭ : ফিঙ্গার প্রিন্ট ও ডিএনএ

প্রত্যেক মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্ট নাকি ইউনিক, অর্থাৎ কারো সাথে কারো মিল নেই। সত্যিই এ এক মহা-বিস্ময়! ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম ন্যাচারের পক্ষে এই ধরনের ইউনিক সিলেকশন একদমই হাস্যকর! সবকিছুই ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম হলে এই অসাধারণ ইউনিক্‌নেস বজায় থাকার কথা না। বরঞ্চ মাঝে-মধ্যে মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্ট একে অপরের সাথে র‍্যান্ডমলি মিলে যাওয়ার কথা। তা কিন্তু মোটেও হচ্ছে না! ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আস্তিকদের পক্ষ থেকে নাস্তিকদের প্রতি এটি একটি ফল্‌সিফিকেশন টেস্ট হতে পারে (অর্থাৎ একাধিক মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্ট এক ও অভিন্ন প্রমাণ করতে হবে)! ডিএনএ এর ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।

এই বালকটিই লিখেছে পদার্থবিজ্ঞানীরা সম্ভাবনা তত্ত্ব, গণিত কিছু জানে না। এবার দেখা যাক ওর গণিতে নূন্যতম জ্ঞানও আছে কি না। ফিঙ্গার প্রিন্ট চেক করা হয় ইমেজ প্রসেসিং থেকে-যদি ইমেজের সাইজ 1024x1024 এবং 8 bit color ধরি (বাস্তবে ইমেজের সাইজ নেওয়া হয় এর অনেক অনেক বেশী। এটা নুন্যতম।), সমস্ত ধরনের ইমেজের যে স্যাম্পল স্পেস বেড়োবে, তার মান 8 1024x1024 . সংখ্যাটা এত বড়, এর মানেটা হচ্ছে এই বিগ ব্যাঙ্গের পর থেকে যদি সমস্ত মহাবিশ্ব জুরেও মানুষ থাকতো, তাহলেও কোন কালে দুটো মানুষের ফিংগার প্রিন্ট মিলত না। বাস্তবে ৯৯% মিল থাকলেই এলার্ট করা হয়। যাইহোক ডি এন এ র ক্ষেত্রেও স্যাম্পল স্পেসটা বিশাল, তাই দুটো ডি এন এ কখনোই এক হবে না। এটাতো বিজ্ঞান থেকেই আসছে। এর সাথে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আগডুম বাগডুম আসছে কোথা থেকে? কেও পাগল না হলে, এই সব কথা লেখে?

অর্থাৎ রায়হানের যুক্তি আসলেই কোন যুক্তি না- গণিত না জানার জন্য মিথ্যাকথন। এবং এটাও পরিষ্কার সম্ভাবনার তত্ত্ব বা প্রবাবিলিটি থিওরী সে বোঝে না-না হলে কেও সুস্থ মস্তিত্বে লেখে পদার্থ বিজ্ঞানীরা প্রবালিটি তত্ত্ব জানে না!

সৃষ্টিবাদি প্রলাপ-১২:

জীবিত ও মৃত মানুষের মধ্যে যে কিছু একটা পার্থক্য আছে (ধরা যাক, X) সেটা সবায় এক-বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য। গণিতের সমীকরণের সাহায্যে পার্থক্যটা এভাবে লিখা যেতে পারে :

জীবিত মানুষ = মৃত মানুষ (জড় বস্তু) + X ..... (১)

[where X is an unknown but non-Materialistic parameter]

যারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর জড় বস্তু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তাদের ক্ষেত্রে X-এর মান হবে শূন্য (0)! এবার X-এর মান সমীকরণ (১)-এ বসিয়ে দিয়ে লিখা যায় :

জীবিত মানুষ = মৃত মানুষ! ..... (২)

নাস্তিকদের বিশ্বাস অনুযায়ী সমীকরণ (২) কিন্তু হোল্ড্ করে না! মৃত্যুর সাথে-সাথে X-এর মান শূন্য হয়ে যাওয়া কি সম্ভব? শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুসারে কোন কিছুরই ধ্বংস বা বিনাশ নাই, শুধু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। ফলে জড় বস্তু না হয় জৈব সারে রূপান্তরিত হলো, কিন্তু X-এর কী হবে? X তো কোন বস্তু না যে সেটাও জৈব সারে রূপান্তরিত হবে। X তাহলে কোথায় যাবে? কোন না কোন অবস্থায় থেকে যাবে নিশ্চয়!

এটাতে আমি খুব হেসেছি। আমাদের দেহকোষগুলো রোজ মারা যাচ্ছে! মৃত্যু হলো আমাদের চেতনার মৃত্যু!

জীবিত মানুষ=জড় বস্তু+ খাদ্য+শক্তি রূপান্তর পদ্ধতি

মৃত্যুর সাথে সাথে আমরা আর গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি দিতে পারি না। সেই জন্য কেমিক্যাল এনার্জি আর কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না। শক্তির নিত্যতা সূত্র এখানে ভালো ভাবেই খাটছে-খাদ্য কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলে আর ভাংছে না, তাই শক্তির যোগান নেই।

আশাকরি পাঠক এতক্ষনে সম্যক বুঝেছেন বিজ্ঞান না বুঝলে মানুষ কেমন ভাবে ধর্মপ্রচারকদের হাতে প্রতারিত হয়। এই সব সৃষ্টিবাদিদের জিজ্ঞেস করুন তাদের সপক্ষে কোন গবেষনা পত্র বিজ্ঞানের কোন জার্নালে বেড়িয়েছে কি না? উত্তর পাবেন না। কারণ আমেরিকা এবং ইউরোপের সমস্ত বিজ্ঞান সংস্থা জানিয়েছে, সৃষ্টিবাদ কোন বিজ্ঞান নয়। ধর্মের আরেকটা মুখোশ মাত্র।

এবং আমি বলছি এটা ধর্মের আরেকটা কুৎসিৎ মুখ যা প্রকৃত আধ্যাত্মিক দর্শন থেকে অনেক অনেক দূরে।

নতুন বছর আর চারঘন্টা দূরে। সবাইকে নবর্বষের শুভেচ্ছা।

ক্যালিফোর্নিয়া ১২/৩১/০৬